প্রাক্-কথন

রবীন্দ্রসাহিত্য বরাবরই আমাকে আকৃষ্ট করে। ১৯৯২-'৯৩ সালে যখন আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, তখন সেমিনার পেপারের বিষয় নির্বাচন করেছিলাম 'রবীন্দ্র-কাহিনীকবিতার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন'। সে সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশুনা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা জেগেছিল। আজ এতদিনে তা বাস্তবায়িত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠকমাত্রেরই সর্বাগ্রে মনে হয় রবীন্দ্রকাব্যের অতি পরিচিত দুই কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনী' এবং 'পুনশ্চ'র কথা। কিন্তু এছাড়াও সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ভাণ্ডারে বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র কাহিনীমূলক, গল্পাভাসযুক্ত বা গল্পবীজভিত্তিক কবিতা; যেগুলি অতি মূল্যবান সৃষ্টিরূপে পরিগণিত। তার পাশাপাশি রয়েছে নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি; যেগুলিতে আসলে কবিতার আধারে কাহিনী রয়েছে। এগুলিকে নিয়ে কালানুক্রমিকভাবে গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমি জানতে জানি না। এ যাবৎকাল যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রাসঙ্গিকভাবে কাহিনীকবিতা, নাট্যকাব্য ও গীতিনাট্যকে তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন; কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য থেকে কাহিনীকবিতাগুলিকে এবং তার পাশাপাশি নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য ও গল্পবীজভিত্তিক কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত করে তাঁরা আলোচনা করেন নি। এ সব দিক বিবেচনা করেই এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কাজে ব্রতী হয়েছিলাম।

আমি এই গবেষণা-কর্মটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, পথনির্দেশ, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া কখনোই আমার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হ'ত না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা আমার শিক্ষক ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে এ বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ডঃ রতন বিশ্বাসের কাছ থেকে পেয়েছি সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও সুপরামর্শ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ এস.পি. সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছেও সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমার শিক্ষক ডঃ অমরেশ চন্দ্র লাহিড়ী বিভিন্ন সময়ে তাঁর সংগ্রহশালা থেকে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমার গবেষণা কাজে প্রধানত আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার থেকেও পেয়েছি সহযোগিতা। সকলকার নামোল্লেখ সাহায্য ছাড়া আমার এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হোত না, তাঁদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। গবেষণা সন্দর্ভটির সুষ্ঠু মুদ্রণের জন্য কম্পিউটার জগৎ-এর রতন শর্মাকে জানাই ধন্যবাদ।

আশা রাখছি আমার এই গবেষণাপত্রটি পরবর্তীকালে গবেষণার সহায়ক হবে।

ধন্যবাদান্তে

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি

২২শে জুন, ২০০৫